সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা - সউবাক
(Reform Initiative Implementation Action Plan - RIIAP)

Piloting e-sign in an Unit (NID) of BD Election Commission Secretariat

Piloting e-sign in an Unit (NID) of BD Election Commission Secretariat

উদ্যোগী কর্মকর্তার নাম: ফাতেমা খাতুন

পদবি: সহকারী নিয়ন্ত্রক

কর্মস্থল: সিসিএ কার্যালয়, আইসিটি ডিভিশন।

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification)

সমস্যা:

- Biometric Data Breach
- Risk of cyber security
- Risk of forgery and Fraud
- Ineffiency in E-governance
- No Legal Obligations
- Financial Cost
- Policy maker’s reluctance to accept Technology

গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification)

ফলাফল :

- Enhance NID’s Security and Fraud Prevention
- Ensuring NID’s Authenticity, Integrity, Confidentiality and Non-repudiation

সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) জাতীয় পরিচয় পত্রে ই- সাইন বাস্তবায়নের মূল কারণগুলো নিম্নরূপ:

ডিজিটাল স্বাক্ষর /ই-সাইন (Digital Signature) একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক পদ্ধতি, যা নথি বা পরিচয়পত্রের authenticity (প্রামাণিকতা) নিশ্চিত করে। এটি জালিয়াতি, অবৈধ কপি বা পরিবর্তন রোধ করে। বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের দিকে এগোচ্ছে, এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত আইডি ই-গভর্ন্যান্স সেবা (যেমন: অনলাইন ব্যাংকিং, ট্যাক্স পেমেন্ট, ভোটার রেজিস্ট্রেশন) গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এটি ই-সাইন (e-Sign) হিসেবে আইনগত ভাবে বৈধতা দেয়। নির্বাচন কমিশনের ডাটাবেসে ভোটার তথ্য হ্যাক বা অপব্যবহারের ঝুঁকি কমায় । বায়োমেট্রিক ডেটার সঙ্গে ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত করে জাতীয় পরিচয় পত্রের ডুপ্লিকেশন বন্ধ করা যাবে। অনেক দেশেই ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত জাতীয় পরিচয় পত্র ব্যবহার করা হয়। **যেমনঃ ভারতের আধার কার্ড, এস্তোনিয়ার ই-রেসিডেন্সি ইত্যাদি**। বাংলাদেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ অনুসারে ডিজিটাল স্বাক্ষর বাংলাদেশে ডিজিটাল স্বাক্ষরের মাধ্যমে ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট-এর প্রয়োজন কমে, যা সময় ও খরচ সাশ্রয় করে। ডিজিটাল স্বাক্ষর যাচাইয়ের মাধ্যমে কোনো কর্মকর্তা বা তৃতীয় পক্ষের অনৈতিক হস্তক্ষেপ কমিয়ে আনা যাবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা, সরকারি সেবার গতি বৃদ্ধি এবং ভোটার তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান

ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম: Piloting e-sign in an Unit (NID) of BD Election Commission Secretariat

(খ) কোন্ প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে? সিসিএ কার্যালয় ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সার্টিফায়িং অথরিটি

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে? নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

(ঘ) পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী? জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য যেমনঃ নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য, আইরিশ, ফিংগার প্রিন্ট ইত্যাদি তথ্যের Authenticity, Confidentiality, Integrity ও Non-repudiation নিশ্চিত করবে ও এনআইডির তথ্যের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। (ঙ) পাইলটিং কখন শুরু এবং কখন সমাপ্ত হবে: জুলাই,২০২৫-সেপ্টেম্বর,২০২৫

পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির কী উপকার হবে ?

- বাংলাদেশে ১২ কোটিরও বেশি নাগরিকের জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) রয়েছে। ই-সাইন চালু হলে, সকল নাগরিকই ডিজিটাল সেবা গ্রহণের সময় নিরাপদ ও জালিয়াতিমুক্ত প্রক্রিয়ার সুবিধা পাবেন। ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী ও সাধারণ নাগরিকরা রিমোট সাইনিং সুবিধা পাবেন, যা সময় ও শ্রম সাশ্রয় করবে।

কী পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হবে ?

- ই-সাইন ব্যবহার করলে কাগজভিত্তিক ডকুমেন্টেশন, ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশন এবং ফিজিক্যাল উপস্থিতির প্রয়োজন কমবে। প্রতি বছর শতকোটি টাকা সাশ্রয় হতে পারে।
- নকল পরিচয়পত্র ও জাল স্বাক্ষরের কারণে প্রতিবছর বড় অংকের আর্থিক ক্ষতি হয়। ই-সাইন চালু হলে এই ধরনের জালিয়াতি কমে বছরে কয়েকশ' কোটি টাকা সাশ্রয় সম্ভব।

পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

ক্রম	রিসোর্স	ব্যবহার
১	প্রজেক্ট ব্যবস্থাপনা টিম	প্রশাসনিক কার্যক্রম
২	সার্টিফায়ং অথরিটি	বাস্তবায়নকারী ও পর্যবেক্ষণকারী
৩	আইন কর্মকর্তা	আইনী সহায়তা

পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী-কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

- ই-সাইনের নিরাপত্তা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সিসিএ কার্যালয় ও সার্টিফায়িং অথরিটিকে প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক ও ফিজিক্যাল সিকিউরিটি কৌশলের সমন্বয় করতে হবে। এতে জাতীয় পরিচয় পত্রের ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া আরও টেকসই ও জালিয়াতিমুক্ত হবে।